খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি : দীপাঞ্জন বসু '৬৪

সাধারণ সম্পাদক : রজত ঘোষ '৮৫

পত্রিকা সম্পাদক : সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

● Vol 04 ● Issue 6-7 ● 15 July 2015 ● Price Rs. 2.00 ●

বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০১৫

গত ২১ জুন, ২০১৫ সন্ধ্যা ৭টায় জগদ্বন্ধু ইন্সটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশেনের দপ্তরে ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মোট উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩ জন। সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি প্রবীর কুমার সেন। সহ-সভাপতি দীপাঞ্জন বসু, সম্পাদক রজত ঘোষ ও কোষাধ্যক্ষ শান্তনু চ্যাটার্জি।

সভাপতি সমবেত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার ঘোষিত কার্যক্রম অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিশদ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় ঃ

১. বিগত বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০১৪-র কার্যবিবরণী পাঠ ও গ্রহণ।

২. সাধারণ সম্পাদকের ২০১৪-১৫ অ্যালমনির নানা কর্মধারা, উদ্যোগ ও সাফল্যের খতিয়ান সম্বলিত রিপোর্ট পেশ ও গ্রহণ।

৩. কোষাধ্যক্ষকের ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের অ্যালমনির অডিটেড হিসাব পত্র দাখিল ও গ্রহণ।

৪. ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের জন্য বর্তমান অডিটরকে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব ও গ্রহণ।

৫. ২০১৫-১৭ সালের জন্য নির্বাচন আধিকারিক দ্বারা ঘোষিত কার্যনির্বাহী কমিটির তেরো জন নির্বাচিত ও তিনজন পরাজিত সদস্যদের নাম প্রকাশ। ফল প্রকাশের সভায় সভাপতি আরও জানান নিয়ম অনুযায়ী পনেরো জন সদস্য সম্বলিত কার্যনির্বাহী কমিটির বাকি দুইজন সদস্যকে নির্বাচন করার দায়িত্ব নবনির্বাচিত উপরোক্ত কমিটিকে দেওয়া হল। মোট এই পনেরো জন সদস্য ছাড়া কমিটিতে থাকবেন বিদায়ী সভাপতি।

এই ঘোষণা সর্বজন সমর্থিত হবার আগে গত সাধারণ সভায় (২০১৪ সালের) গৃহীত এবং আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত নির্বাচন সম্পর্কীয় নিয়ম/ধারাটি বিশদভাবে পাঠ করে শোনানো হয়।

উল্লেখ্য যে নির্বাচন নিয়ে অন্যতম অসফল প্রার্থী উদয় নারায়ণ সাহার (৬৮) সভায় উল্লেখিত কিছু অনুযোগের উত্তরে সভাপতি জানান যে তাঁর অনুযোগগুলির যথার্থ বিচার বিবেচনার পরই মাননীয় নির্বাচন আধিকারিক নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশ করেন।

তারপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে সভা শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

সভার সম্পাদক রজত ঘোষ তার মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণ ছাড়া আরও বলেন যে,

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে জীবনের এক সুদীর্ঘ পথ অ্যালমনির সাথে হেঁটেছেন শিখেছেন অনেক, যা তার জীবনের পাথেয়। সম্পাদক হিসাবে তিনটে টার্ম অর্থাৎ টানা ৬ বছর কাটিয়েছেন অবশেষে এই সময়কালে সবই যে পরিপূর্ণতা পেয়েছে এমনটা নয়। তবে সদস্যবন্ধুদের স্নেহ ভালোবাসায় তিনি ধন্য, অনেকেই সমালোচনা করেছেন, উষ্মা প্রকাশ করেছেন এটাও তাঁদের ভালোবাসারই অপর একটা রূপ ছাড়া আর কিছুই নয় --- ওনার কৃতজ্ঞতা তাঁদের কাছেও। নৃপদার সভাপতিত্বে প্রথম সম্পাদক হন ২০০৯-১১ সালে। নৃপদা বলতেন 'যা করবে ভালো করে করবে', --- সেটাকেই অনুসরণ করেছেন মাত্র।

প্রাক্তনীদের সহায়তায় নতুন যে প্রকল্পগুলি করে ভালো লেগেছিল, তার মধ্যে প্রথমেই বলেন ওয়েবসাইট --- ওয়েবসাইট অ্যালমনির সম্পূর্ণ নতুন এক সময়োপযোগী বাতায়ন, যা দূরকে কাছের করেছে। অ্যালমনি-র নানান তথ্য, স্কুলের ১০০ বছরের নানান খুঁটিনাটি ইত্যাদি অ্যালমনি প্রদত্ত পুরস্কার সংক্রান্ত তথ্য নানান অনুষ্ঠানের আগাম বার্তা ও ছবি --- সব-ই যেন সকলের হয়ে উঠেছে।

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি বিশ্বজিৎ দত্ত '৬৮-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

প্রাইমারি স্টুডেন্টস বেনিফিট ফান্ড --- ২০১০ সালে তৈরি আর্থিক অসচ্ছল ছাত্রদের শিক্ষা-সহায়ক বই-খাতা দিতেই প্রথম স্থায়ী তহবিল (এখন প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা) যার সুদ থেকে প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রদের বই-খাতা দেওয়া হয়।

প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি ---২০১৪ সালে তৈরি দ্বিতীয় তহবিল আর্থিক অসচ্ছল ছাত্রদের শিক্ষা-সহায়ক বই-খাতা, পোশাক, জুতো, স্কুলের মাহিনা ইত্যাদি দিতেই এই প্রকল্প। এই বছর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পেয়ে ১৮ জন ছাত্রকে সহায়তা করা গেছে।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক স্মারক বক্তৃতা --- এ বছর প্রথম বার প্রদত্ত হল উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা, এ বাবদ আলাদাভাবে আর একটি ১,৫০,০০০ টাকার স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়েছে। মে মাসে এই ফান্ডে আরও, ১,৫০,০০০ টাকা জমা পড়ে। মোট ৩,০০,০০০ টাকার এই আমানত থেকে প্রাপ্ত সুদ প্রতি বছর উক্ত বক্তৃতা প্রদানে এবং বক্তৃতা-মালা প্রকাশনে ব্যয় করা হবে।

অ্যালমনি পুরস্কার ১৯৯৬ সালে চালু হয়েছে, কিন্তু এ যাবৎ অ্যালমনি পুরস্কার এর কোনো নির্দিষ্ট ফান্ড ছিল না। তাই ২০১৫ সালের রি-ইউনিয়ন থেকে আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ অ্যালমনি পুরস্কার সংক্রান্ত একটি স্থায়ী আমানত গড়ে সেখানে ১,৩৫,৩০০ টাকা রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই তহবিল থেকে প্রাপ্ত সুদ অ্যালমনি পুরস্কারকে দীর্ঘদিন আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

প্রথম আলোকচিত্র প্রদর্শনী --- ফটোগ্রাফি আড্ডা বা আলোচনা থেকে প্রস্তাবিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং অ্যালমনিতে প্রথম প্রদর্শিত হয় ৩২টি আলোকচিত্র।

আর পুরনো প্রকল্পগুলি উন্নত করে ভালো লেগেছে।

পিকনিক --- ৪০/৫০ জনের পিকনিক এখন ১০০ জনের হয়ে উঠেছে, ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, বেড়েছে গুণগত মান।

রি-ইউনিয়ন --- পাঁচ বছরের ব্যবধান কমিয়ে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে পুনর্মিলন উৎসব। এই সিদ্ধান্তে প্রাক্তনীদের সৌহার্দ্য, অ্যালমনির সদস্য সংখ্যা ও আয় অনেকটাই বাড়ানো গেছে। সুভাষদার মতো সিনিয়র সদস্য বারংবার রি-ইউনিয়ন-এর প্রশংসা করেছেন। এ সবই সদস্যদের আন্তরিকতায় সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠান মাসে মাসে ---প্রায় প্রতি মাসের শেষ রবিবার অনুষ্ঠান, মহাশ্বেতা দেবী, খালেদ চৌধুরী, শানু লাহিড়ী, অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সেমিনার ও নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্যদের আনন্দ দিতে পেরে ভালো লেগেছিল।

খেয়া --- অনিয়মিত খেয়া (বছরে ৪/৫টা) এখন সেটা প্রতি মাসে প্রকাশ ও পাঠানো হয়। RNI Registration করিয়ে পোস্টেজ খরচ পড়ে ২৫ পয়সা এবং এই খেয়া ছাপানো আর পোস্ট-এর খরচ (এখন মাত্র ১৫০০ টাকা) সদস্যদের অনুদান থেকে আসে। এই প্রকল্পে অ্যালমনির খরচ কমেছে।

স্টুডেন্টস বিনিফিট ফাণ্ড --- আমার সম্পাদনার আগে তৈরি এই ফাণ্ডটা ৭০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৮ হাজারের বেশি করা গেছে।

স্মারক বৃত্তি ঃ আগে (২০০৯ সাল) এই স্থায়ী তহবিলে ছিল ৫৯ হাজার টাকার মতো, ২০১৪-১৫-তে তা দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার মতো। ২০১৪-১৫ স্মারকবৃত্তি বা পুরস্কারের সংখ্যা ৯২। টাকার অঙ্কে অ্যালমনি পুরস্কার বাদে ৭২,০০০ টাকার বেশি। পুরস্কার কেবলমাত্র কৃতীদের নয়, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্ররাও ছিল।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই আর্থিক উন্নয়ন, একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, ২০০৯ সালে যখন তিনি সম্পাদনায় আসেন, তখন তহবিলে ছিল প্রায় ৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা, আর ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১৯ লক্ষেরও বেশি।(হিসাব তৈরির পর অর্থাৎ মার্চের পর আরো ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার বেশি তহবিলে জমা পড়েছে, এই ছয় বছরে তহবিলে প্রায় ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা গচ্ছিত করতে পেরেছেন) এটা অবশ্যই একান্ত ভাবেই সদস্যদের সহায়তায়। সম্পাদক হিসাবে সকলকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ, এই ছয় বছর

শোকবার্তা

সোমেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী '৫৬ সালের ছাত্র, গত ৩ জুলাই শুক্রবার পরলোকগত হয়েছেন। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চাশতম সদস্য। ১৯৯২ সাল থেকেই অ্যালমনির নানান কাজে তাঁকে আন্তরিকভাবে পেয়েছি। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছি।

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি জুন ও জুলাই একই সঙ্গে ১৫ই জুলাই প্রকাশিত হল।

পরিচালন সমিতি ২০১৫-১৭

২০১৫-১৭ সালের যাঁরা অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন সমিতিতে এলেন, তাঁরা হলেন ঃ

দীপাঞ্জন বসু, সভাপতি

১৯৬৪ এ পাশ করেন বাণিজ্য বিভাগে, সদস্য হয়েছেন ১৯৯৪ থেকেই। চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট ও কবি, নামী শিল্পগোষ্ঠির প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট। *dipanjanb@yahoo.com*

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত, সহ সভাপতি

১৯৬৬ সালের ছাত্র, সদস্য '৯৩ সাল থেকেই। অবসর প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। *sudhi.sengupta@gmail.com*

রজত ঘোষ, সম্পাদক

১৯৮৫ সালের ছাত্র, প্রতিষ্ঠতা সদস্য, দৃশ্যকলা বিভাগে স্নাতক, রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ। আমাদের স্কুলেই শিক্ষকতা করছেন দুই দশকের বেশি। *raw.ghosh@gmail.com*

ত্রয়ণ চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক

২০০২ সালের ছাত্র, সদস্য ২০১২ সাল থেকেই। পেশায় সাংবাদিক। *trayan84@gmail.com*

শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ

১৯৮৩ সালের ছাত্র, সদস্য ১৯৯৭ সাল থেকেই। কস্ট-অ্যাকাউনটেন্ট, ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট। *chatterjee.santanu@gmail.com*

স্বপন রায় চৌধুরি, সদস্য

১৯৫৩ এর ছাত্র, প্রতিষ্ঠতা সম্পাদক। কলকাতা পৌরসভা থেকে অবসর প্রাপ্ত, সমাজ সেবী।

রজত সেন, সদস্য

১৯৫৬ সালের ছাত্র, সদস্য '৯২ সাল থেকেই। অবসর প্রাপ্ত ডিরেক্টর, টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, দুবাই।

কল্যাণ রায়, সদস্য

১৯৬৬ সালের ছাত্র, সদস্য '৯৯ সাল থেকেই। কনট্র্যাকচুয়াল এমপ্লয়মেন্ট। *kalyanroy05@hotmail.com*

দেবপ্রসন্ন সিংহ, সদস্য

১৯৬৭ সালের ছাত্র, প্রতিষ্ঠতা সদস্য। কম্পিউটর বিশেষজ্ঞ। শিক্ষাক্ষেত্রে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। *devaprasannasinha@rediffmail.com*

সৌভিক ঘোষাল, সদস্য

২০০২ সালের ছাত্র, সদস্য '০২ সাল থেকেই। গ্রন্থাগারিক। *ghoshal83@gmail.com*

সুকমল ঘোষ, সদস্য

১৯৬৯ সালের সদস্য, '৯২ সাল থেকেই সদস্য। বেসরকারি সংস্থা থেকে অবসর প্রাপ্ত। একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশক।

দেবদীপ দে, সদস্য

১৯৮৭-এর ছাত্র, '৯৮ থেকেই সদস্য। '৮৭ সালে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ও আদর্শ ছাত্র হিসেবে পুরস্কৃত। নামী আই.টি. সংস্থায় উচ্চপদে আসীন। অ্যালমনির ওয়েবসাইটটির অন্যতম রূপকার। *debdip@hotmail.com / debdip@gmail.com*

পার্থ রায়, সদস্য

১৯৮৭ সালের ছাত্র, '৯৪ সাল থেকেই অ্যালমনির সদস্য। নিজস্ব ব্যবসায় যুক্ত। *ranpartha@gmail.com*

প্রবীর কুমার সেন, সদ্য প্রাক্তন সভাপতি

১৯৫৮ সালের ছাত্র, সদস্য হয়েছেন ২০০৮ সালে। খড়্গপুর আই.আই.টি-এর বি.টেক, ফাইনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট-এ ডিপ্লোমা, পেশা - ব্যবসা। *bonikintsen@satyam.net.in*

নিম্নলিখিত কয়েকজন সদস্যের পরিবর্তিত ঠিকানা ও ফোন নম্বর আমাদের নথিতে নেই। তাদের পাঠানো খেয়া ফেরৎ আসছে। এঁদের সহপাঠীরা যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, যোগাযোগের ব্যাপারে ভালো হয়।

অভীক কুমার ঘোষ	১৯৫৭
অসিত কুমার দাশ	১৯৬৩
অনীত বসু	১৯৬৯
অসীম কুমার ঘোষ	১৯৭৫
দেবাশীষ মিত্র	১৯৭২
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য	১৯৬৯
জয়ন্ত কুমার মিত্র	১৯৬০
মৃণ্ময় মজুমদার	১৯৭৬
পার্থ গোস্বামী	১৯৯৭
রঞ্জন কান্তি বসু	১৯৬২
সত্যরঞ্জন পাল	১৯৫৬
সুপ্রিয় সরকার	১৯৬১
স্বপন ব্যানার্জি	১৯৬৫
উদয় শঙ্কর ঘোষ	১৯৮৫

অঙ্কন মিত্র ২০০২
।। খাণ্ডব দহন ।।

গত সংখ্যার পর

এখানে এসেই গল্পের গরু কেমন চট্ করে গাছে উঠে পড়ল!... আড়াই হাজার বছর আগে, সেই মহাভারতের আমলে, নগরায়নের জন্য একটা গোটা জঙ্গল, আর তার আদি অধিবাসী, পশু-পাখি সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অত্যন্ত নৃশংসভাবে তছনছ করার ঘটনাকে একদম অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানোর জন্যই, এই অগ্নি লোকটার অম্বলের গল্পটা দারুণ একটা কমিক রিলিফ হিসাবে ব্যবহার করা হল যেন...! অগ্নির অগ্নিমান্দ্যর গল্পটা যে নেহাতই কাঁচা, সেটা আরো স্পষ্ট হয় যখন কাহিনী বলে, খাণ্ডব পুড়িয়ে সব পশুর মেদ ভক্ষণ করলে তবে তাঁর অসুখ কমবে। এখন চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রশ্ন ওঠে ঃ শ্বেতকীর যজ্ঞে ঘি খেয়ে যেখানে অসুখ বাঁধল, সে অসুখ মেদ খেয়ে কমবে?... যতদূর জানি, গরুর দুধের ফ্যাট থেকে ঘি প্রস্তুত হয়। মেদ-ও তো প্রাণীদের অ্যাডিপোস কলায় সঞ্চিত ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ-ই! তাহলে?... বিষে বিষক্ষয় কিছু ক্ষেত্রে হয় ঠিকই, কিন্তু অম্বলের রুগী যদি বলে, বেশী বেশী করে লুচি-পরোটা আর তেল চপেচপে রিচ্ তরকারি খেলে তবেই আমার অসুখ সারবে — তাহলে এটা নেহাতই বাজে কথা হবে... তাই অগ্নির মেদ ভক্ষণের গল্প একটা অসংলগ্ন আড়াল। এর পিছনে আসলে, নগরায়ণের স্বার্থে কৃষ্ণার্জ্জুনের নির্বিচার দমন-পীড়নের ঘটনাটাকে ঢেকে ফেলার একটা ভোঁতা প্রয়াস হয়েছে মাত্র...!

আমাদের দেশের বন-সংরক্ষণ আইনে 'কমিউনিটি রিজার্ভ' বলে একটি অংশ আছে, যাতে বলা হয় বন্য-পরিবেশের আদি উপজাতিদের তাদের বন সংলগ্ন বাসস্থানে রেখেই এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত অরণ্য কমিটির মাধ্যমেই বন্যপ্রাণের সঠিক সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, বিহারের ছোটোনাগপুর, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার জঙ্গল-বেল্ট, মধ্যপ্রদেশের চম্বল উপত্যকায় এমনই আদিবাসী অধ্যুষিত অরণ্য-সংরক্ষণ হয় আজকাল। মধ্যপ্রদেশের 'চিপকো আন্দোলন'ও অনেকটা এই আদিবাসীদের অরণ্য বাঁচানোর আন্দোলনেরই রূপক...

কিন্তু জঙ্গল কেটে সাফ করে যদি খনি-রাস্তা-রেলপথ বা শিল্প-বাণিজ্য নগরী গড়ে উঠতে চায়, তখনই রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ দিয়ে এনভায়রণমেন্টকে ক্রমশ ক্লাস ফাইভ-সিক্সের বই-এর মধ্যে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কারণ, ওই জঙ্গল সাফের পিছনে রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের মুনাফার অঙ্কটা সম্ভবত মিলিয়ন-বিলিয়ন-ট্রিলিয়নের গুণিতকে বাড়তে থাকে...!

এমনই ট্র্যাজিডিতে ট্রয়ের মতো ধ্বংসের মুখে পড়ে খান্ডব!... হস্তিনাপুর-এর (অধুনা দিল্লী) এতো কাছে থেকেও এতোদিন কারোর নজর তার উপর পড়েনি। যেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করে দ্রুপদের সঙ্গে রাজনৈতিক সখ্যতা তৈরি করল পাণ্ডবরা, অমনি ধৃতরাষ্ট্র ভাইপোদের মাসল পাওয়ার বুঝতে পেরে সূক্ষ্ম রাজনীতিটা চেলে দিলেন!... নিজের ছেলেকে চটালেন না, পান্ডবদের সরাসরি কোনো রাজ্য দান করে; উল্টে তাঁর নজর যাতে সবসময় পাণ্ডবদের গতিবিধির উপর থাকে, এমন একটা নিকটস্থ ভৌগোলিক অবস্থানে খাণ্ডবপ্রস্থ দান করে বললেন ঃ "যাও!... পারো তো এখনে বাড়ি বানিয়ে থাকো!"

ধৃতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সাপও মরল,লাঠিও ভাঙল না। কিন্তু দখলিকৃত ফুটপাথ সাফাই করতে গেলে, পুনর্বাসনের প্রশ্নটাতো উঠবেই। আর যদি যুযুধান দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকে, তাহলে কম শক্তিমান প্রতিপক্ষ সর্বদা দুর্বলের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিমপ্যাথির ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করবেই! — এটাই সহজ ও নির্লজ্জ রাজনীতি!

খান্ডবেও তাই হল। সেই জঙ্গল ভৌগোলিকভাবে কুরুবংশের সীমানায় অবস্থিত হলেও, সেই বনের অধিবাসীদের রক্ষাকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে। বনের অধিবাসীদের ফর্দটাও কিন্তু শুধু উদ্ভিদ আর পশু-পাখি বলেই ইত্যাদি টানা যাচ্ছে না। সেখানে নাগ-তক্ষক-দানব রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর এতোসব লোকের বাস। এতে কোনো সন্দেহ নেই, বনচর পশু-প্রাণী ছাড়াও এই দানব রাক্ষস নাগ-কিন্নররা আসলে অরণ্যচারী অন্তজঃ শ্রেণির মানুষের গোষ্ঠীকেই রিপ্রেজেন্ট করছে।...

অগ্নি কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুনকে বলেছেন, তিনি আগেও বার সাতেক খাণ্ডববন দহন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এর মানে কী? — এখানে কিন্তু অগ্নি সেই চোঁয়া-ঢেঁকুরে ভোগা সর্বগ্রাসী নন; তিনি একজন স্বার্থান্বেষী শিল্পোদ্যোগী; যিনি পূর্বেও সাতবার তাঁর পছন্দের জমি দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। হাতিরা শুঁড় দিয়ে জল ছুঁড়ে তাঁর সব আগুন কাদা করে দিয়েছে...

এতো একেবারে আধুনিক কালের ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা। অগ্নি যদি প্রোমোটার হন; এবং তিনি সাতবারের চেষ্টায় পাঁচ সড়িকের সাত-মহলাটায় বুল-ডোজার চালাতে পারছেন না বলেই, কৃষ্ণার্জ্জুনের মতো প্রভাবশালীর সাহায্য নিচ্ছেন; যেন নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকছে এমন একটা সাম্প্রতিক সময়ের উক্তি ঃ "তোমরা যদি প্লটটা আমায় সালটে দিতে পারো, তাহলে তোমাদের 2 BHK ভাগ দেবো!"

এবার কৃষ্ণ আর অর্জুনের দিকে দেখা যাক; তাঁরাও কিন্তু সুযোগের সৎ ব্যবহার না করে ছাড়লেন না। যাঁরা বীর যোদ্ধা বলে পরিচিত, সেই অর্জুন অকপটে অগ্নিকে বললেন ঃ "আমি তো যমুনা তীরে ছুটি কাটাতে এসেছি, ... আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই এখন!"

facebook -এ status- দেওয়া বা

twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু

ছাপাখানার বিকল্প কী?

প্রিন্ট গ্যালারি

১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,

ফোন ঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.